২. কাব্যবিচারে রসের আলোচনার ক্ষেত্রে সঞ্চারী (ব্যভিচারী) ভাবের গুরুত্ব নির্দেশ কর?

উঃ- মানুষ মাত্রেই কয়েকটি অনুভূতি নিয়ে জন্মগ্রহন করে। এই অনুভূতিকে বলা হয় ভাব। ভাব লৌকিক। কাব্যে সেই ভাব রসে পরিনত হয়। উদাহরন দিয়ে বলা চলে 'শোক' একটা মানসিক ভাব বা emotion. লৌকিক জগতে উপযুক্ত কারনে লোকের মনে শোক জেগে ওঠে। কিন্তু শোক ও লোকের মনের শোক তার কাছে রস নয়। সে শোকের কারনটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারনে এক অলৌকিক ছবি কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখন পাঠকের মনে যে রসের উদয় হয়, তার নাম করুন রস। এই করুনরস শোকের emotion নয়। লৌকিক শোক দুঃখদায়ক। কিন্তু কবির কাব্যে যে করুনরসের সঞ্চার হয় তা চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ন করে। সে কারনেই শোকের কবিতা আম-রা বার বার পড়তে চাই।

কিভাবে লৌকিক ভাব রসে পরিনত হয় - অর্থাৎ কাব্যনির্মান কৌশলের ব্যাপারটি কি আলঙ্কারিকেরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তারা বলেন কাব্য নির্মান কৌশলের তিনটি ভাব - বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী। লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক কাব্যে বা নাটকে তাকেই বলে বিভাব। বিভাবের দুই ভাগ - আলম্বন ও উদ্দিপন বিভাব। মনে ভাব উদবুদ্ধ হলে দৈহিক ও মানসিক যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে বলে অনুভাব। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লুব্ধা পদ্মাবতীর যে বর্ননা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা অনুভাবের চমৎ-কার উদাহরন। অতুল গুপ্ত মহাশয় বলেছেন -

'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।'

মিলন মধুর লাজের এই বর্ননাটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি অনুভাব।

প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্ভব হয় তা রস নয়। কেননা সেটা প্রেমিকের নিজের হৃদয়ে আবদ্ধ। সুতরাং তা লৌকিক এর পরিমিত। কবি তাঁর প্রতিভার দ্বারা এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে - 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্ত-রিত করেন। বিভাব এবং অনুভাবের সাহায্যে তিনি তা করেন। বিভাব এবং অনুভাব ছাড়া আলঙ্কারিকেরা কাব্য কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দিতে হলে যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলঙ্কারিকেরা তাঁদের রসতত্ত্বের ভিত্তি করেছেন তা নিয়ে আলো-চনা করতে হয়। মানুষের মনের ভাবের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সংখ্যা নিরূপন করা যায় না। 'emotion' বা 'ভাব' কেবলমাত্র সুখ দুঃখের অনুভূতি নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বলে যে 'emotion' হচ্ছে একটা সামগ্রিক মানসিক অবস্থা। অকথ্য ঠিক প্রধান ভাব নয়টি - রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এইগুলি বিভাব এবং অনু-ভাবের সংযোগে যথাক্রমে নয়টি রসে পরিনত হয় - শৃঙ্গার, হাস্য, করুন, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বিভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। কিন্তু এই নয়টি ভাব ছাড়াও মানুষের মনে সদাসর্বদাই নানাভাবের ঢেউ উঠছে। সেই তরঙ্গগুলি স্বাধীন ভাবে থাকে না। স্বতন্ত্র ভাবেও তারা থাকেনা। স্থায়ী ভাবের সম্পর্কে সেই ভাবগুলি মনের মধ্যে যাতায়াত করে। এই জন্যই এদের বলা হয় সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব। এগুলির সংখ্যা কতগুলি? আলঙ্কারিকেরা নির্বেগ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ প্রভৃতি ৩৩ টি ভাবের কথা বলেছেন। সঙ্গে[2] এও বলেছেন এগুলি ছাড়াও অনেক ভাব আছে। স্থায়ী ভাবের পরিনতি রস। সেই রসের দিকে নিয়ে যেতে যা সাহায্য করেছে সেগুলিকে বলা হয় সঞ্চারী। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অঙ্গীরস অবশ্যই করুন। কিন্তু তা বীর ভাবাশ্রিত। অতএব বীর এখানে সঞ্চারী। তৃতীয় সর্গে প্রমিলার উক্তি অবশ্যই বীর রসাত্মক উক্তি। কিন্তু সেই বীর রসের পিছনেই রয়েছে রতি ভাব। অতএব রতি এখানে সঞ্চারী। এজন্যই বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পনে' বলেছেন -

→ চিত্ত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে রসে পরিনত হয়।

P.T.O

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতায় মূলভাব ক্রোধ। সুতরাং স্থায়ীরস রৌদ্ররস। কিন্তু যখনই কবি বললেন – 'আমি যে দেখেছি তরুণ বালকে উন্মাদ হয়ে ছুটে।' কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।' তখনই দুঃখের স্মৃতি ক্রোধের অনলকে আরো জ্বালিয়েদিল। 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা' এই পদটিতে রাধা আলম্বন বিভাব। আকাশের মেঘ, ময়ূরের কণ্ঠ এগুলি উদ্দীপন বিভাব। কিন্তু রাধার একাকিত্ব, আকুলতা, আহারে-প্রসাধনে বৈরাগ্য এগুলি সঞ্চারী ভাব। এই বার আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব এবং সঞ্চারী ভাবের সহযোগে সমস্ত পদটি হয়ে উঠেছে করুন বিপ্রলম্ভের এক আশ্চর্য উদাহরন। অতুল গুপ্ত মহাশয় তার গ্রন্থে মহাভারত থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন – যুদ্ধ হবে কি হবে না এই সভায় দ্রৌপদী প্রবেশ করে তার বিশাল সর্প সদৃশ কেশকলাপ বাম হস্তে ধারন করে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে সাশ্রুনেত্রে কতগুলি কথা বলল। এই অংশের রস অবশ্যই রৌদ্ররস। কিন্তু কেবল মাত্র রৌদ্ররস হলেতো বিশুদ্ধ কবিতা হয়ে উঠত না। নবরসের দুটি প্রধান রস বীর ও করুন। এখানে বিষাদ, গর্ব, দৈন্য প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রৌদ্ররসের বর্নচ্ছটাকে চমৎকার করে তুলেছে। এই ভাবেই সঞ্চারী ভাবরস নির্মানে তার ভূমিকা পালন করে।

—ঃসমাপ্তঃ—